দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি এখন সমগ্র ফেব্রুয়ারি মাসটিকেই মহিমা প্রদান করিয়াছে। বাঙালির চেতনায় আজন্ম গৌরবে উদ্ভাসিত এই দিনটি। ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে মাসব্যাপী বইমেলা শুরু হওয়া এখন প্রতিষ্ঠিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বইমেলা যেন জীবনটাকে নূতনভাবে উদ্বোধন করিয়া যায়। তাই বইমেলা জীবনের মেলা হইয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞানপিপাসু মানুষের নিত্যসঙ্গী বই। ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারি। প্রতি বৎসরের মতোই এবারেও বাংলা একাডেমীতে আজ ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হইতে যাইতেছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ দিনব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করিবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা বাংলা ভাষার সাহিত্য বিশ্লেষক অধ্যাপক উইলিয়াম র‍্যাডিচির। এই বইমেলায় দেশের প্রকাশকগণ শত-সহস্র নূতন বই লইয়া হাজির হন। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধরনের বই-পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারা। এই বইমেলার জন্য লেখক, পাঠক ও প্রকাশকগণ অপেক্ষা করিয়া থাকেন বৎসর ধরিয়া। এই অপেক্ষার সহিত সকলেরই থাকে আবেগানুভূতি ও উৎফুল্ল-আকাঙ্ক্ষা। বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এই মেলাঙ্গন লক্ষ মানুষের পদভারে হইয়া উঠে উদ্ভল, উন্মুখর, প্রাণবন্ত। রাজধানীর বাসিন্দারা তো বটেই, সারাদেশের গ্রন্থপিপাসু মানুষ প্রাণবন্যায় ছুটিয়া আসে বইমেলা প্রাঙ্গণে। এই বইমেলা যেন প্রাণের অফুরন্ত উৎসার।

বাংলা একাডেমীর অঙ্গনটি সীমিত পরিসরের। কিন্তু একুশের বইমেলার আবেদন দিন দিনই প্রসারিত হইয়া যাওয়ার ফলে বইমেলার ক্রমবর্ধমান বইপ্রেমী দর্শনার্থীদের স্থান সংকুলানের জন্য এখন নানা অসুবিধার মুখোমুখি। ইহার পরিসর ও অবস্থানগত সমস্যাই প্রধান। তাই গ্রন্থমেলার স্থান সম্প্রসারণের দাবিও দিন দিন জোরালো হইতেছে। বইমেলাকে সামনে রাখিয়া প্রকাশকগণ সামর্থ্য অনুযায়ী বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। সেই ক্ষেত্রে সকলেরই একটা আশা থাকে স্টল বরাদ্দ পাওয়ার। কিন্তু অনেকেই উহা পান না। ইহার প্রধান কারণ একাডেমী প্রাঙ্গণে স্থানাভাব। কাজেই বিকল্পের কথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আর তাই বইমেলার প্রাঙ্গণ ও চত্বরকে আরও সম্প্রসারণ-প্রশস্ততর এবং আধুনিকায়নের দাবি রাখে। বইমেলা প্রাঙ্গণ যেন গ্রন্থের সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল বিকাশের উৎসস্থল হইয়া উঠিতে পারে।

বাংলাদেশের একুশে বইমেলার ব্যাপারে বিপুল আগ্রহ রহিয়াছে ভিনদেশি লেখক, পাঠকদেরও। তাহারা আমাদের প্রকাশনা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে আগ্রহী। সেই কারণেই বইমেলাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করা এবং বাংলাদেশের প্রকাশনাকে বিশ্ব-দরবারে পৌঁছাইয়া দেওয়ার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রকাশনার জন্যও কিছুসংখ্যক স্টল বরাদ্দের ব্যবস্থা করিবার কথা চিন্তা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহাতে আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাও আন্তর্জাতিক সাহিত্যাঙ্গনে সহজে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পাইতে পারেন। একুশের বইমেলাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকাশনা শিল্পকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে আমাদের মনন ও মেধার সমৃদ্ধি সাধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি। আর এই লক্ষ্যে নূতন নূতন উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করাও আবশ্যক। পুরনো উদ্যোগগুলির ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। আর এইগুলি নূতন লেখক, প্রকাশক এবং আমাদের প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থেই প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বই প্রকাশনা ব্যবসা এখন অনেকটাই একুশে বইমেলাকেন্দ্রিক হইয়া গিয়াছে। ঐ কারণেই বইমেলা ছাড়া সারা বৎসর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয় না। একুশে বইমেলার সহিত প্রকাশনা শিল্পের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। বইমেলার অবদান ও অর্জনকে অস্বীকার করিবার কোনো কারণ নাই। তবু বলা বাঞ্ছনীয় যে, দেশের প্রকাশনা শিল্প শুধু মেলাকেন্দ্রিক হইয়া থাকিলে এই শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ঘটিবে না। সারা বৎসরই বইয়ের প্রকাশনা এবং বিপণন অব্যাহত থাকা উচিত। অমর একুশে গ্রন্থমেলার মাধ্যমে সঞ্চারিত প্রেরণা বইয়ের সাথে আমাদের নিত্য-নিবিড় সম্পর্ক রচনায় যদি সাহায্য করে তবেই সার্থকতা এই বই মেলার।